ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 17. Number 01. May 2022

দলিতসমাজ ও মানবাধিকারঃ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

মো. সাখাওয়াত হোসেন*

Abstract: The dalit are politically and socially untouchable, from birth the dalit people are discriminated, exploited and victimized because of their caste. The dalits don't get the dignity as a human being, they move forward by facing thousands of problems. The issue is a state problem; the people of dalit community are enforced to choose their occupations those are comparatively poor in nature. In this situation, the dalit people are discriminated from their human rights, the state also failed to ensure the human rights of the dalit community. For that reason, to identify the scenario of human rights violation against dalit communilty is the main purpose of this research work. Generally murder, torture, rape, gang rape, eviction from ground, threat of eviction, violence and arson, attack on religious institutions, discriminated behaviors have been faced by dalit communities in Bangladesh. Especially when there any rumor happens the dalit people are victimized, they can't lodge any case in the police station. This study is both qualitative and quantitative in nature. The study finds that, the scope of employment for dalit is decreasing; people of dalit communities don't get access to hotel and restaurant. Moreover, the tea workers don't get any facilities as a human being from state and they lead a miserable life. On the other side, in the pre and post election period in Bangladesh the dalit people have faced tremendous problems basically for caste based discrimination. Hope that, the implications of this research findings will decrease the nature of discrimination against dalit community of Bangladesh. In this case, the state should take some necessary steps to create awareness among the people of Bangladesh so they will treat the dalit people as an important citizen.

মূলশব্দ: দলিত, মানবাধিকার, অস্পৃশ্য, বৈষম্য।

প্রারম্ভিক আলোচনা

মানুষ মাত্রই নিজস্ব স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, মানবাধিকার অক্ষুন্ন রাখা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র তাঁর নাগরিকের অধিকার বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। নানা রকম সীমাবদ্ধতা ও অপশাসনের কারণে রাষ্ট্র অনেক সময় ব্যর্থ

* সহকারী অধ্যাপক ও সভাপতি, ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়ে থাকে, তবে কল্যাণকর রাষ্ট্র মাত্রই নাগরিকের অধিকার বাস্তবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। অপরদিকে, নাগরিকের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়, ক্ষুন্ন হয় জাতীয় সংহতি। আর তখনি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটনসহ (গুম, হত্যা, ক্রসফায়ারে হত্যা, পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রাজনৈতিক অপরাধ, সন্ত্রাস প্রভৃতি) অপশাসন ও নৈরাজ্য শুরু হয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় ক্ষমতার বাইরে থাকা সাধারণ নাগরিকেরা। অপশাসনের মূল কুঠারাঘাত শুরু হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্য ও নিপীড়ন মুক্ত সমাজ কাঠামো গঠন করা। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজও বাঙালিকে লড়তে হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, নতুন করে আতঙ্কের আবির্ভাব হয়েছে গুজবের মাধ্যমে। গুজবের সংস্কৃতির কারণে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতির প্রবণতা প্রতিনিয়ত গাঢ় হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতিতে অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার (রীয়াজ, ২০১৫)। ভয়ের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সর্বদাই ভয়ে তটস্থ থাকে এবং গুজব সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিকল্পিতভাবে সমাজে আঘাত হানে এবং একটি শ্বাপদসংকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে থাকে। এ ধরনের বৈপরীত্য পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষ সুযোগ খোঁজার পায়তারা করে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলাদেশে শতাধিক জনগোষ্ঠী পরিচয়ে আনুমানিক ৬৩ লাখ দলিত গ্রামে ও শহরে বসবাস করে আসছে। কেবলমাত্র জন্ম ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে দলিতরা বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন (মাহমুদ, ২০১৫)। এসব বঞ্চনা, বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতাকে তারা তাদের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কেননা, সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটি তাদের অভিভাবকদের নির্যাতনের চিত্র দেখে দেখেই বড় হয়েছে। দলিত সম্প্রদায়ের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যদিও রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে সাধারণত দলিত বলতে ডোমার (সুইপার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী), বাল্মিকী (পরিচ্ছন্নতা কর্মী), কলু (ঘানিতে তেলবীজ থেকে তেল তৈরী), ঋষি (মুচি, চামড়া সংশ্লিষ্ট কাজ), বীন, মালা (চা বাগান শ্রমিক), মাদিগা (সুইপার, চা বাগান শ্রমিক), ধোপা, নাপিত, বেদে, জোলা (তাঁতি), হাজাম, মাঝি, কশাই, কায়পুত্র (শুকর পালনকারী), চাকালী, মাইহাল, লালবেগি (পরিচ্ছন্নতা কর্মী), রবিদাস (চা বাগান শ্রমিক ও চামড়া সংশ্লিষ্ট কাজ), বাগদি, বাওয়ালী, বাঁশফোর (পরিচ্ছন্নতাকর্মী), ডোম (মৃতদেহ সৎকারকারী) ইত্যাদি (মাহমুদ, ২০১৪)।

দলিতরা মূলত পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে সমধিক পরিচিত। সময়ের পট পরিবর্তনের প্রয়োজনে তথা বাধ্য হয়ে দলিতরা নানামুখী পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় আচারাদির কারণে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, রাষ্ট্রীয় সম্মান পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন না। এ ধরনের শ্রেণিভুক্ত মানুষেরাই দলিত নামে পরিচিত (মাহমুদ, ২০১৪)। পাবলিক প্লেসে নানা উপায়ে বঞ্চনার স্বীকার হয়, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা বিদ্রুপের স্বীকার হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও দলিতরা অন্যদের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে গত ১৩ বছরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত হয়েছে প্রায় ২০০০০ মানুষ যার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু। ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় আহতের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। চিরদিনের মত পঙ্গুত্ব গ্রহণ করেছে প্রায় ১২ হাজার সংখ্যালঘু। দলিতদের সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেননা সংখ্যালঘু মানেই জাতপাত, কর্ম, শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিবেচনায় নির্ধারিত (হোসেন ও ভূইয়া, ২০১৪)। ২০১৪ সালে বগুড়া জেলায় রাতের আধারে পালদের কয়েক লক্ষ টাকার মৃৎসামগ্রী নষ্ট করলেও তারা এর কোন প্রতিকার না পেয়ে অবশেষে প্রভাবশালীদের চাপে মামলায় আপোস হতে বাধ্য হয়। তাদের ন্যায়বিচার না পাওয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাসময়ে তথ্য না জানা, তথ্য জানার জ্ঞানের অভাবে তারা প্রায়শই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় (মঞ্জুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১৪)।

ভারতে সহিংসতা এবং অপরাধ সংঘটনের জন্য দলিতদের টার্গেট করা হয়ে থাকে। পরিসংখানে দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে দলিতদের উপর ৯৮,৩৪৯ টি রেকর্ডভুক্ত অপরাধের খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৬৬০ টি খুন এবং ২৮১৪টি ধর্ষণের ঘটনাও ছিল। তবে এটি আসল পরিসংখান নয়, কেননা অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে দলিতরা থানায় মামলা করেন না (Bina, 2001)। কাজেই সহজেই অনুমেয়, রেকর্ডভুক্ত মামলার পরেও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক হতাহতের ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে যায়। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারী দিনাজপুরে ৪০০ দলিত পরিবারে ঘরবাড়িতে হামলা হয় যার কোন বিচার বা প্রতিকার এখনো তারা পায়নি (দৈনিক আমাদের সময়, ২০১৪)। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, বিচারের জন্য বিভিন্ন এজেন্টের দ্বারস্থ হয়েও বিচার না পাওয়া কিংবা বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা মানবাধিকারের লঙ্ঘনই বটে। সুতরাং, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দলিতরা নির্যাতিত হচ্ছে বিষয়টা সুস্পষ্ট এবং সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে উক্ত ইস্যুটি প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কেননা একটি বিশাল শ্রেণির প্রতিনিধিদের মূল স্রোতের বাইরে রেখে সুস্থ সমাজ গঠন অসম্ভব, বিশ্বব্যাপী দলিতদের মর্যাদা ও আত্মঅধিকারকে সুবিবেচনায় নিয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

ব্যক্তি হিসেবে অধিকারহীনতাই মূলত মানবাধিকারের লঙ্ঘন। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অধিকার বঞ্চিত, বিভিন্ন ভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত। এ গবেষণায় মূলত কর্মক্ষেত্রে দলিত শ্রেণির সুযোগ সংকুচিত হওয়ার বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হোটেল ও রেস্টুরেন্টে দলিতদের প্রবেশাধিকারের বিধি নিষেধের সচিত্রও উত্থাপন করা হয়েছে, দলিত হিসেবে চা শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের খুঁটিনাটি খুঁজে বের করা হয়েছে। নির্বাচনকালিন ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দলিতদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও ক্ষতিগ্রস্থতাকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই প্রকৃতঅর্থে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। সবিশেষ, সমস্যা উত্তরণে করণীয় নির্দেশনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য গুণাত্মক (মাধ্যমিক উপাত্ত) ও সংখ্যাত্মক (প্রাথমিক উপাত্ত) দু ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতিগত উপায়ে গবেষণাটি অনুসন্ধানমূলক।

গুণাত্মক পদ্ধতির সহায়তায় সাধারণত বই, আর্টিকেল, জার্নাল, পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যম থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংখ্যাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের (দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজ করে এবং তারা দলিত সম্প্রদায়ের নিকট লিডার হিসেবে পরিচিত) কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের ইতিহাসে দলিত গবেষণায় প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর '*দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি বর্ণ বৈষম্য: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*' গবেষণাকর্মটি একটি অনন্য সংযোজন। গবেষণাকর্মটিতে তিনি নিচু জাতিবর্ণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার বৈষম্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতা এবং বৈষম্যের প্রকৃতি ও মাত্রা, অর্থনৈতিক ও বাজার বৈষম্য, রাজনৈতিক অঙ্গনে বৈষম্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য, অস্পৃশ্য নারীদের প্রতি বহুমুখী বৈষম্য প্রভৃত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং পরবর্তীতে দলিত নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী গবেষকগণ এ প্রবন্ধটি থেকে নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পাবেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সচিব নেই, অতিরিক্ত সচিব নেই, যুগ্ম সচিব ৩ জন, উপসচিব ২৫ জন, কাস্টমস ও এক্সাইজ কর্মকর্তা ১ জন, আয়কর কর্মকর্তা ৮ জন যেখানে মোট আয়কর কর্মকর্তা ৪৫০ জন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয়ভাবেও সংখ্যালঘুদের পদ পদবীতে লাগাম টেনে ধরার একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা রয়েছে। অন্যদিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, ৬৩% হিন্দু দলিত শুধুমাত্র প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ব্যয়ভার বহনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, ৩% সন্তানের লেখাপড়ার জন্য এবং ৩% ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। সরকারি হাসপাতালে দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা হয়, ডাক্তার ও নার্স কর্তৃক দলিত রোগীরা নিগৃহীত হয়ে থাকে।

গবেষণায় আবার এঁও দেখা যায়, মুসলিম দলিতদের তুলনায় হিন্দু দলিতরা চরম অস্পৃশ্যতার স্বীকার, মুসলিম দলিতদের তুলনায় হিন্দু দলিতদের যোগ্যতা কম বলে বিশ্বাস করা হয়, হিন্দু দলিতদের সক্ষমতা কম বলে বিশ্বাস করা হয়। দলিতদেরকে শিক্ষকতার কাজ দিতে অস্বীকার করা হয়, দলিতদের রাজনীতি করা উচিত নয় মর্মে সকলের বিশ্বাস। অদলিতদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে দলিতদের উপস্থিতি অপ্রতুল, ব্যাংক থেকে দলিতদের সহজে ঋণ প্রদান করা হয় না, মহাজনদের নিকট হতে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়, অন্য ধর্মের লোকদের নিকট হতে ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দলিতদের অংশগ্রহণের চিত্র একেবারেই নগন্য, রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা যায়, জাতীয়-স্থানীয় ও শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে দলিতদের অংশগ্রহণের চিত্র খুবই নাজুক পরিস্থিতির। শুধু তাই নয়, প্রফেসর ইফতেখার দেখিয়েছেন, দলিতরা নানাক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হয়, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, দলিতদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রদান করা হয়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্যের স্বীকার হন দলিতরা, তাদের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ অপ্রতুল, তারা স্কুলে সহপাঠীদের দ্বারা বিদ্রুপের স্বীকার হয়, স্কুল নির্বাহী কমিটিতে যোগদানে সমস্যায় উপনীত হয়, পরীক্ষার ফলাফলেও বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকে দলিত শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পুরুষের তুলনায় নারীদের হেয়-প্রতিপন্ন করার একটি প্রক্রিয়া এক শ্রেণির ইতর প্রকৃতির মানুষের মধ্যে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে মজুরী বৈষম্য প্রকট আকারে দেখা যায়, '*আমি তোমারি মাটির কন্যা: বাংলাদেশের দলিত নারীর জীবন সংগ্রাম*' গ্রন্থে গবেষক বাংলাদেশের দলিত নারীদের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে পরবর্তী গবেষকদের সামনে নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর গবেষণায় তথ্যদাতার মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের নারী ছিলো ১৯.৪%। গবেষণাটিতে দলিত নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, দলিত নারীর ক্ষমতায়ন, দলিত নারীর প্রতি বৈচিত্র্যময় বৈষম্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতাসহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় বেশ কিছু চমকপ্রদ ফলাফল বের হয়ে এসেছে, অধিকাংশ দলিতরা অর্ধ-পাকা বাড়িতে বসবাস করে এবং কাঁচা বাড়িতে বসবাস করে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন। শহরাঞ্চলে বাসা ভাড়া পেতে সমস্যার সন্মুখীন হতে হয় দলিতদের। মজুরী বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় দলিতদের এবং নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রকট। উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের স্কুল গমনের হার বাড়ছে। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে দলিত ছেলেমেয়েদের এখনো অস্পৃশ্যতার স্বীকার হতে হয় এবং শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক বৈষম্য বিদ্যমান। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বেসরকারী হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও অসুবিধায় পড়তে হয় দলিতদের। নির্বাচনে দলিতদের অংশগ্রহণের হার খুবই সামান্য, তেমন একটা চোখে পড়ে না। তথাপি ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও দলিতদের নানাবিধ সমস্যায় উপনীত হতে হয়।

Mazharul Islam and Altaf Parvez- গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে দলিতরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপায়ে বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকে এবং ব্যক্তিগত ও জাগতিক উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। দলিতদের অস্পৃশ্যতা তথা জাত পাতের কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে, হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে, সঠিক সময়ে বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় জানা যায়, মুচি পরিবারের শতকরা ৫৩ শতাংশ মাসে ২০০০-৩০০০ টাকা আয় করেন। অন্য একটি গবেষণায় জানা যায়, মৌলভীবাজারের চা বাগানে ২-৫ শতাংশ পরিবার মাসে ১০০০-২০০০ টাকা আয় করেন, ১০-২০ শতাংশ পরিবার মাসে আয় করেন ২০০০-৩০০০ টাকা, ৪০-৫০ শতাংশ পরিবার মাসে আয় করেন ৩০০০-৪০০০ টাকা, ৩০-৩৫ শতাংশ পরিবার মাসে আয় করেন ৪০০০-৫০০০ টাকা এবং ৩-৫ শতাংশ পরিবার মাসে ৫০০০ টাকার অধিক আয় করে থাকেন। শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং পয়:নিষ্কাশন, সামাজিকভাবে অচ্ছ্যুত প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলিতরা বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দলিতদের অংশগ্রহণ নগন্য, বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে দলিতদের খুব একটা দেখা যায় না। জনবসতিপূর্ণ এরিয়াতে বসবাসের কারণে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সংকট দেখা যায় দলিত পরিবারগুলোর মাঝে। জনসংখ্যার অনুপাতে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের অপ্রতুলতা রয়েছে দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে। ঢাকা শহরের মিরানঝিল্লা ও নয়াবাজার এলাকাতে দলিতরা চরম সংকটের মধ্যে বসবাস করছে।

Rabeya Rawshan and Riaz Uddin Khan-এর গবেষণায় দেখা যায়, ৫০০ জন দলিত নারীদের মধ্যে শুধুমাত্র ৪৪.৪ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং এঁদের মধ্যে ৬৩.১ শতাংশ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এবং ৫.৯ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করেছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারীদের কেউই উচ্চ মাধ্যমিকে অংশগ্রহণ করেনি। এতে আরো জানা যায়, দলিত নারীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের ক্ষেত্রে তেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি। তবে মাঠ উপাত্ত যে বিষয়টি ইঙ্গিত দেয় তা হলো-শিক্ষার্থী অবস্থায় ৩৩.৩ শতাংশ নারী বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে। তথ্যপ্রদানকৃত দলিত নারীদের মধ্য থেকে জানা যায়, ৪৭ শতাংশ নারী গৃহস্থালী কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তারা কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার উচ্চ পর্যায়ের। তবে যে সকল নারীরা কর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের অধিকাংশই পরিচ্ছন্নতাকর্মী। এছাড়াও অনেকেই চা শ্রমিক, কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিক তবে তাদের মূল অর্থের অধিকাংশ আসে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পেশা হতে।

গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, দলিত নারীরা যারা সরকারি হাসপাতাল, রেলওয়ে এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করেন তাদের নির্দিষ্ট মাসিক আয় থাকে। তবে দলিত নারীদের মাসিক আয়ের সংখ্যানুপাত হচ্ছে ২০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকার মধ্যে। ৫০০ জন সাক্ষ্যদাতার মধ্যে শতকরা ২৮ শতাংশের মাসিক আয় ১০০০০ বা তার উপরে, ২০ শতাংশের মাসিক আয় ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকার মধ্যে, ১৭.৮ শতাংশের মাসিক আয় ৬০০০ থেকে ৮০০০ এর মধ্যে, ১৭.৬ শতাংশের মাসিক আয় ৮০০০ থেকে ১০০০০ টাকার মধ্যে, ৮.৬ শতাংশের মাসিক আয় ২০০১ থেকে ৪০০০ এর মধ্যে এবং ৮ শতাংশের মাসিক আয় ২০০০ টাকার নিচে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে উল্লেখ রয়েছে; শতকরা ৫৯ শতাংশ নারী জ্বর, ঠান্ডা ও সর্দি কাশিতে ভোগে। অধিকাংশ দলিত নারীদের মধ্যে সাধারণ অসুখে বিসুখে চিকিৎসা গ্রহণে অপারগতা লক্ষ্য করা যায়। শতকরা ২৫ শতাংশ রোগী টাকা ম্যানেজ সাপেক্ষে রোগের একটা পর্যায়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। তবে দলিত নারীরা হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার ও স্টাফ কর্তৃক বাজে ব্যবহারের সন্মুখীন হয়। এনজিও এবং সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক দলিতদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন সম্বন্ধে দলিত নারীদের সতর্ক করছে। বিশেষ করে গর্ভবর্তী নারীর গর্ভধারণের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে কর্মসূচি হাতে গ্রহণ করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

তাত্ত্বিক ভাবে যদি দলিতদের মানবাধিকার পরিস্থিতি অবলোকন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, সহিংসতার সংস্কৃতির তত্ত্ব (Culture of Violence Theory) অনুযায়ী চলমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাবশালী গ্রুপ তথা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবর্গের মানুষের উপর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে নির্যাতন করে থাকে। এ রকম সমাজ ব্যবস্থায় সামজিক অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও মানবাধিকার পরিস্থিতির চরম অবনমন ঘটে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা সংস্কৃতির ক্রম ধারায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অস্পৃশ্যদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলছে। হত্যা, নির্যাতন, লুট, ধর্ষণ, বাড়ি দখল, মন্দির ভাংচুর, জমি দখল ইত্যাদি ঘটনাগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে। এ বিষয়টি

মানবাধিকারকর্মী, সংবাদকর্মী এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নজর কেড়েছে এবং একাডেমিকভাবে আলোচনায় আসার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পলিসি লেভেলে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে চলমান পরিস্থিতির পরিবর্তন আনয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং অপরাধ (Cultural Conflict and Crime) তত্ত্বানুযায়ী, সমাজে নানা অবস্থায় বিদ্যমান সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব অপরাধ প্রবণতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন গোত্র, ভাষা ও বর্ণের এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মানুষ বসবাস করতে গিয়ে বহুরকমের সমস্যায় উপনীত হয়। সমস্যাগুলো যখন প্রকট আকার ধারণ করে এবং সমাধানের কোনরূপ বিকল্প উপায়ন্তর ব্যর্থ হয় ঠিক তখনই অপরাধের হার ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে প্রভাবশালী গ্রুপ কর্তৃক ছোট জাতের মানুষের উপর নির্যাতন হয়ে থাকে এবং পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধও সংঘটিত হয় (খান, ১৯৯৫)। বিদ্যমান সমাজে মতানৈক্য ও মতবিরোধের কারণে পারস্পারিক বিচ্ছেদ ও বিরোধের ভয়াবহতায় তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী গ্রুপ কর্তৃক দুর্বল গ্রুপকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়াগুলোতে দলিতরা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকে।

মার্কস এর তত্ত্বানুযায়ী সমাজে যারা সামাজিক, পেশাগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায় থাকেন তাদের দ্বারা সমাজের ক্ষুদ্র অংশ নির্যাতন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হন। পুজিঁবাদী সমাজব্যবস্থার কারণে ধনিক শ্রেণী নিম্নআয়ের মানুষদের মজুরীর ক্ষেত্রেও বৈষম্য করে থাকেন (Akers, 1994)। মজুরীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় নারীরা অধিক পরিমাণে নির্যাতিত হচ্ছে যদিও শ্রম ঘন্টা এবং কাজের ধরণ একই। রাজনৈতিকভাবে দলিতরা অস্পৃশ্য, জাতীয় সংসদে দলিতদের স্বাভাবিকভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় না, স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য নির্বাচনেও দলিতদের অংশগ্রহণ নগন্য। পেশাগত ও জাতীয় জীবনেও দলিতদের মানবাধিকার লংঘনের মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে নির্বাচনের অব্যবহিত সময় পরে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন দলিতরা নির্যাতনের শিকার হবেন। তাছাড়া, অভিযোগ পাওয়া যায়; থানায় মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনী দলিতদের জাতপাতের দোহাই দিয়ে মামলা রেকর্ডভুক্ত করতে অস্বীকার করেন এবং মাঝে মাঝে মামলা নিলেও সেটির যথাযথ তদারকি করেননা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখান

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
হত্যা	০১	০১	০৩	০১	০	০৬
নির্যাতন	০	০২	০৪	০১	০২	০৯
ধর্ষণ	০	০১	০১	০১	০১	০৪
গণধর্ষণ	০	০২	০১	০	০	০৩
কলোনি/বসতভিটা উচ্ছেদ	০১	০২	০	০১	০১	০৫
উচ্ছেদের হুমকি	০	০১	০১	০১	০৩	০৬
ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ	০	০১	০	০২	০১	০৪
বৈষম্যমূলক আচরণ	০	০২	০৩	০২	০১	০৮
মোট	০২	১২	১৩	০৯	০৯	৪৫

সূত্রঃ ফেয়ার, ২০১৩ (আখতারুজ্জামান, ২০১৩)।

অবহেলিত, অস্পৃশ্য ও সামাজিকভাবে নিঁচু জাতের হওয়ায় দলিতদের নির্যাতনের প্রকৃত চিত্রের তথ্য উদঘাটন প্রায় অসম্ভব, কেননা ভয়ের সংস্কৃতির কারণে কিংবা সমস্যার সমাধান না পাওয়ায় দলিতরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কিংবা গবেষকের সামনে প্রকৃত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। আবার সাংবাদিকেরা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দলিত নির্যাতন সংক্রান্তে সংবাদ পরিবেশনে বিরত থাকেন। কাজেই অপ্রকাশিত নির্যাতনের চিত্র অর্থাৎ ডার্ক ফিগার অব ক্রাইমের (dark figure of crime) কারণে দলিতদের বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও যথার্থ হয়ে উঠছে না। সে কারণেই দলিতদের বিরুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, কলোনি থেকে উচ্ছেদ, উচ্ছেদের হুমকি, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনাগুলোর খবরাখবর পাওয়া যায়।

ফলাফল ও মূল্যায়ন

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এরিয়ায় সুইপারসহ চতুর্থ শ্রেণিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পূর্বে দলিতদের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে সুযোগের অপ্রতুলতা দেখা যাচ্ছে। সমাজে মোটামুটি শক্ত অবস্থানে থাকার পরেও অনেকেই এসব চাকুরিতে অফিসিয়ালি যোগদান করছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিপরীতে হরিজন সম্প্রদায়ের কাউকে দিয়ে মজুরী ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এরিয়াতে দেখা যায় অর্থাৎ মূল চাকুরিতে দলিত সম্প্রদায়ের যোগদানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে অথচ এ ধরনের চাকুরি তারা জন্মগতভাবে সুদীর্ঘকাল হতে পেয়ে আসছে। কাজেই, দলিতদের পূর্ব পুরুষদের পেশায় মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং সামাজিকভাবে শক্ত অবস্থানে থাকা ব্যক্তিগণ যোগদান করায় দলিতদের বিপত্তি বাড়ছে।

Altaf Parvez and Mazharul Islam (2014)-পরিচালিত গবেষণায় জানা যায়, ঢাকা শহরের ৭০০০ পরিচ্ছন্নকর্মীর মধ্যে ২০০০ জন হরিজন সম্প্রদায়ের। তদুপরি পরিচ্ছন্নকর্মীর চাকুরি পেতে ২ লাখ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়। কিন্তু এ পরিমাণ টাকা প্রদানে অপারগ হওয়ায় অন্য জাতের মানুষেরা সুযোগ লুফে নিচ্ছে। ঋষি গোত্রের অনেকেই এখন বাপ দাদার দীর্ঘদিনের কর্ম বাদ দিয়ে রিকশা চালক, ভ্যান চালক, হোটেল বয় ও দিনমজুর হিসেবে কাজ করে জীবনযাপন করছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, শহরের খাবারের হোটেল ও রেস্টুরেন্টে দলিতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং এখনো দেশের কিছু কিছু জায়গায় যেমন জয়পুরহাটে এ ধরনের চিত্র বিদ্যমান। এনজিও ও সরকারের প্রচেষ্টায় এ প্রক্রিয়া থেকে কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হলেও একেবারে যে অস্পৃশ্যতার মূল্য দলিতদের দিতে হচ্ছে না বিষয়টা তেমন নয়। খাবারের ন্যায্য মূল্য দিয়েও দলিতদের হোটেলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে দলিতদের জীবনমান উন্নয়নে, প্রচলিত সমাজ কাঠামোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অনুপ্রেরণায় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিশেষ করে কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিতদের জন্য কোটা চালু করেছে। দলিতদের মধ্যে যে মানসিক বৈকল্যের প্রতিস্থাপন উপস্থাপিত হয়েছে তা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে দায়িত্বশীল এজেন্টগুলো এবং ধীরে ধীরে এর সুফলও ভোগ করছে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

প্রফেসর ইফতেখারের গবেষণায় দেখা যায়, ৫২% মুসলিম দলিত এবং ৪৭.৪% হিন্দু দলিতের হোটেলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সন্মুখীন হতে হয়েছে। আলতাফ পারভেজ ও মাজহারুল ইসলামের

গবেষণা ফলাফলে জানা যায়, হোটেলে প্রবেশে অনুমতি প্রদান করলে দলিতদের জন্য আলাদাভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা রাখে কর্তৃপক্ষ। এদিকে প্রিয়বালা বিশ্বাস উল্লেখ করেন, যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা স্বত্ত্বেও হরিজন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সন্মুখীন হয়ে থাকে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও সেলুনে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তাদের বসাতে বিধি নিষেধ রয়েছে।

দেশের বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিকেরা স্বল্প মজুরী ও সামান্য সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবন যাপন করে চলছে এবং সহসাই বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমল থেকে শুরু হওয়া ধারাটি বর্তমান সময়েও চলমান, তাহলে পরিস্থিতির অবলোকন সময়ের সাথে সুস্পষ্টভাবেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, চা বাগানে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলো চা শ্রমিকদের রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন আধুনিক রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা চালু করেনি, যে কোন ধরনের রোগের ক্ষেত্রে দাওয়া হিসেবে প্যারাসিটামল দেওয়ার রেওয়াজ এখনো প্রচলিত, বিষয়টি খুবই দৃষ্টিকটু ও অপাঙক্তেয়। মালিকপক্ষের এ ধরনের হীনমন্যতার মধ্য দিয়ে চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে কিন্তু উপায়ন্তর না পেয়েই তাদেরকে চা বাগানেই থাকতে হচ্ছে। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপরিপক্কতায় জীবনযাপন করতে হচ্ছে চা শ্রমিকদের। শিশু কিশোরদের লেখাপড়ার জন্য গড়ে উঠেনি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নারীদের পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়নেও তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়ে উঠে না চা শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায়।

দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে জানা যায়, চা বাগানের শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। কাজের কোন ধরনের নিরাপদ পরিবেশ ব্যতিরেকে শ্রমিকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি নামমাত্র মজুরিতে কাজ করছে। চা শ্রমিকেরা ৮ বাই ১১ ফুট মাপের ঘরে তিন প্রজন্ম অত্যন্ত নাজুক পরিবেশে বসবাস করছে। সেখানে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। টি প্ল্যান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স এবং প্ল্যান্টেশন রুলসে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের ব্যাপারে কড়া নির্দেশনা থাকলেও মালিকপক্ষ সেসব প্রতিপালন করছে না।

দলিত সম্প্রদায়কে নির্যাতনের স্বরূপ হিসেবে নির্বাচনকে লক্ষ্য স্থির করা হয়। প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করার সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চায় না। সে সুযোগটি সকলেই লুফে নিতে চায় এবং রাজনৈতিকভাবে অনুকম্পা পাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গণনা শুরু করে দেয়। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসলেই দলিত কমিউনিটিতে এক ধরনের আতংক বিরাজ করে। নির্বাচনের প্রচারণার সময়েও দলিতদেরকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করা হয়। একটি পক্ষই রয়েছে যারা পূর্ব বিরোধের জের নির্বাচনের ডামাডোলে দলিতদের উপর প্রয়োগ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এ অত্যাচারের অনেকটা দলিত শিশু ও নারীদের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। দলিতদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় যাতে তারা উঠে দাঁড়াতে না পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে কুটিল চক্র।

প্রফেসর ইফতেখারের গবেষণা থেকে জানা যায়, নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য,

সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার ঘটনা এদেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচন সংক্রান্তে দেশের মানুষ হাজার হাজার সহিংসতার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। তবে অধিকাংশ জায়গায় দেখা গেছে, নারীরাই সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িক সহিসংতা ও সংখ্যালঘু সহিংসতার অব্যাহত ধারা এখনো বিদ্যমান।

মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮)-এই ঘোষণা অনুযায়ী সকল মানুষই জন্মগতভাবে মুক্ত এবং অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সমান অধিকার বহন করে।

সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণা (১৯৬৩)-জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য বৈজ্ঞানিকভাবে অযৌক্তিক, নৈতিকভাবে নিন্দনীয়, সামাজিক সুরক্ষা রক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। জাতিসংঘ বৈষম্য শুধু বঞ্চিতদের নয় বরং যারা এটা চর্চা করছে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৫)-এ বলা হয়েছে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সেবার অধিকার নিশ্চিতকল্পে বর্ণগত সকল বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং দূর করবে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬)-এ বলা হয়েছে অত্র চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির সমান মজুরী, সহজভাবে যে কোন কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সকল ধর্মীয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, ধৈর্য্য এবং সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)-এর ২৮ (১) ধারায় উল্লেখ আছে, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদে অথবা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিককে তার মানবাধিকারের লংঘন করা যাইবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিতভাবে সকল নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিত করা।

করণীয়

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশী সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র উদ্যোগী না হলে সকল গবেষণার ফলই ব্যর্থতায় উপনীত হবে। কাজেই, সকল নাগরিকের জন্য মানবাধিকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা সমূহের সঠিক বাস্তবায়নে জোরালো কাজ করে যেতে হবে। এ ছাড়াও জরুরী করণীয় সমূহ হলো:

- দেশের সকল থানা এবং উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও চাহিদা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা প্রদান করা।
- আইনগত সেবার মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে দলিতদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সকল দলিত বাসস্থান ও কলোনিতে আইন, পুলিশ, আদালত ও তাদের নিজস্ব অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- সহিংসতা এবং নির্যাতনের সংবাদ স্থানীয় থানায় দ্রুত সময়ে পুলিশকে জানাতে দলিতদের উদ্যোগী হতে হবে।
- দলিত নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরুষ সদস্যদের যত্নবান হতে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- প্রচলিত আইন সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনে আইন সংশোধন করতে হবে অথবা মানবাধিকার নিশ্চিতে নতুন আইন সংসদে পাশ করতে হবে।
- বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধে বৈষম্য-বিলোপ আইন প্রণয়ন করা অতীব জরুরী।

তথ্যনির্দেশ

১. আলী রিয়াজ, *ভয়ের সংস্কৃতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫।

২. মোঃ আব্দুল্লাহ-আল ইশতিয়াক মাহমুদ, *দলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অধিকার: অভিগম্যতা ও বাস্তবতা*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা:১

৩. মোঃ আব্দুল্লাহ-আল ইশতিয়াক মাহমুদ, *দলিত মানবাধিকার কর্মী সহায়িকা*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা, ২০১৪।

৪. মোশাররাফ হোসেন, ম মাহবুবুর রহমান ভূইয়া, *রাজনৈতিক সংঘাত ও প্রতিবন্ধিতা*, প্রথম আলো, ঢাকা, ২০১৪

৫. মঞ্জুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, দলিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা, *বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী দুর্দশা ও বঞ্চনাময় জীবন*, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১১

৬. Bina B. Hanchinamani, Human Rights Abuses of Dalits in India, *Human Rights Brief*, volume 8, issue 2,America, 2001, page:15

৭. দৈনিক আমাদের সময়, ৭ ই জানুয়ারী, ঢাকা, ২০১৪

৮. বোরহান উদ্দিন খান, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রভাতী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ১৭০

৯. Ronald L. Akers, Criminological Theories: Introduction and Evaluation, Roxbury Publishing Company, California, 1994, page:33

১০. দেওয়ান আখতারুজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের দলিত মানবাধিকারের প্রতিবেদন ২০০৮-২০১২*, ফেয়ার, কুষ্টিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা:৪২

১১. জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, *আমি তোমারি মাটির কন্যা*, প্রত্যাশা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮।

১২. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, *দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি বর্ণ বৈষম্য: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. মোহন রবিদাস, *চা শ্রমিকদের জীবন*!, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৬ জুন ২০১৫।

১৪. Mazharul Islam and Altaf Parvez, *Dalit Initiatives in Bangladesh*, 1st edition, Nagorik Uddyog and Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, Dhaka, 2013.

১৫. Altaf Parvez and Mazharul Islam, *Bangladesh Dalit Somaj: Boishamma, Banchana and Asprishsata*, Nagorik Uddyog and BDERM, Dhaka, 2014.

১৬. Priyabala Biswas (edited) *SHAREE Initiatives and Media Focus on Dalit Mainstreaming in Bangladesh*, SHAREE, Dhaka, 2012.

১৭. Rabeya Rawshan and Riaz Uddin Khan, *Bringing Dalit Women to the Forefront: Realities and Challenges,* 1st edition, Nagorik Uddyog and Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, Dhaka, 2016.